নিয়োগ ও বেকারত্ব
Employment and Unemployment

৯

ভূমিকা

অর্থনীতির কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়োগ বা কর্মসংস্থান, বেকারত্ব এবং মজুরি ধারণার সাথে সম্পর্কিত। উন্নত এবং স্বল্পোন্নত অর্থনীতির বাণিজ্যিক এবং শিল্প খাতে বাজারে শ্রমের উপর কর্তৃত্ব অর্জিত হয়। শ্রমবাজারে চাহিদা এবং যোগানের ভারসাম্য নির্ধারণ করা, মজুরি, নিয়োগ এবং বেকারত্বের পরিমাণ এসব ধারণা সামষ্টিক অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ন। । একটি দেশে জনগণের জীবিকা নির্বাহ এবং জীবনযাত্রার ভালো মানের জন্য একটি সুরক্ষিত ভালো কাজ বা চাকুরি প্রয়োজন। এই কারণে সরকারি সংস্থাগুলি একটি দেশের কর্মসংস্থানের বর্তমান স্তর, বেকারত্ব, এবং মজুরি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। এই ইউনিটে আমরা শ্রম বাজার, বেকারত্ব, বেকারত্বের সাথে সম্পর্কিত মূল্যস্ফীতি, ফিলিপস রেখা এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় দুই সপ্তাহ
এ ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-৯.১: শ্রমবাজারের ধারণা পাঠ-৯.২: বেকারত্ব পাঠ-৯.৩: ফিলিপস রেখার ধারণা	

পাঠ ৯.১ শ্রমবাজারের ধারণা
Concept of labor market

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- নিয়োগের সংজ্ঞা দিতে পারবেন,
- শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান বর্ণনা করতে পারবেন,
- শ্রমবাজারের ভারসাম্য নির্ণয় করতে পারবেন।

নিয়োগ বা কর্মসংস্থান
Employment

সামষ্টিক অর্থনীতিতে নিয়োগ বা কর্মসংস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। সাধারণ অর্থে কর্মের সংস্থান হওয়াকে কর্মসংস্থান বা নিয়োগ বলে। একটি অর্থনীতিতে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত লোক সংখ্যাকে নিয়োগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নিয়োগ ধারণাটিতে কর্মচারী এবং স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবহৃত দুটি প্রধান ব্যবস্থা হল নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা বা কর্মচারীর সংখ্যা। সুতরাং আমরা বলতে পারি, সাধারনত প্রচলিত মজুরীতে কোন একজন শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ লাভ করাকে নিয়োগ বা কর্মসংস্থান বলে। তবে বর্তমান সময়ে নিয়োগ বলতে শুধুমাত্র শ্রমিকের নিয়োগকেই বোঝায় না। উৎপাদনের সকল উপকরণ- ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের উৎপাদন কাজে নিয়োজিত হওয়াকেও নিয়োগ বলে।

পূর্ণ নিয়োগ বা পূর্ণ কর্মসংস্থান
Full Employment

যে অবস্থা বা পরিস্থিতিতে কোন দেশে প্রাপ্ত সকল সম্পদ কিংবা উৎপাদনের সকল উপকরন পূর্ণ দক্ষতার সাথে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত হয় সে অবস্থাকে বলা হয় পূর্ণ নিয়োগ । উল্লেখ্য যে, যদিও পূর্ণ নিয়োগ বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বোঝায় যেখানে অর্থনীতির ভূমি, শ্রম, মূলধন ইত্যাদি সমস্ত সম্পদ সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পূর্ণ নিয়োগের অর্থ সহজীকরণের জন্য শুধুমাত্র ইহা শ্রমবাজারে সীমাবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ ইহা এমন পরিস্থিতি যেখানে প্রচলিত মজুরি হারে কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মক্ষম মানুষ সবাই কাজ পেতে সক্ষম হয়। তবে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে পূর্ণ নিয়োগকে সজ্ঞায়িত করেছেন। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মতে "পূর্ণ নিয়োগ হচ্ছে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, যারা কাজ পেতে ইচ্ছুক সবাই কাজ পাবে"। কিন্তু অর্থনীতি সবসময় পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অর্থনীতিতে পুরাতন শিল্পের বিলুপ্তি হয়ে নতুন শিল্পের উদ্ভব ঘটে। ফলে নতুন শিল্পে প্রবেশে সাময়িক বাধা, দক্ষতা অর্জনে সময় লাগাতে সাময়িক বেকারত্ব দেখা যায়। তাই বাস্তবে, আমরা কখনই শূণ্য বেকারত্ব দেখি না। তাই অনেক অর্থনীতিবিদদের মতে কোনো দেশে ৫% বা তার কম বেকারত্বের হার কে পূর্ণ নিয়োগ হিসেবে গণ্য করেন। অর্থনীতিবিদ J. M. Keynes বলেন পূর্ণ নিয়োগ হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যেখানে কার্যকর চাহিদার বৃদ্ধির দ্বরা নিয়োগের পরিমাণ আর বাড়ানো সম্ভব নয়।

শ্রম বাজার
Labor Market

শ্রম বাজার হল এমন একটি জায়গা যেখানে শ্রমিক এবং নিয়োগদানকারী একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে। অর্থাৎ শ্রমবাজারের দুটি অংশ- (১) শ্রমিকদের শ্রম যোগান এবং (২) উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের শ্রম চাহিদা। শ্রমবাজারে, শ্রমিকরা শ্রমের যোগান দেয় এবং নিয়োগকর্তারা শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে। এ বাজারে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগানের পারস্পরিক প্রভাবে মজুরি ও নিয়োগস্তর নির্ধারিত হয়। শ্রম বাজার একটি দেশের অর্থনীতির একটি মৌলিক অংশ কারণ এটি মূলধন, দ্রব্য ও সেবা বাজারের সাথে জড়িত।

মজুরি

Wages

মজুরি হল শ্রমিকের শ্রমের দাম। শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদানকারী বা উৎপাদক শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেন তাকে মজুরি বলে। অর্থাৎ কোন শ্রমিক তার শারীরিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদন কাজে সহায়তা করার জন্য পারিশ্রমিক বাবদ কোন সময়ে যা আয় করে তাকে মজুরি বলে। আমরা এভাবেও বলতে পারি যে, স্বাধীন ভাবে বা চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তার দৈহিক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদাতার নিকট থেকে যে পারিশ্রমিক লাভ করে তাকে মজুরি বলে।মজুরি দুই ধরনের হয়ে থাকে। (১) আর্থিক মজুরি ও (২) প্রকৃত মজুরি।

আর্থিক মজুরি: কোন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ করে অর্থের হিসাবে যে মজুরি বা বেতন পায় তাকে আর্থিক মজুরি বলে। অর্থাৎ শ্রমিক তার কাজের বিনিময়ে যে অর্থ লাভ করে তাই আর্থিক মজুরি। যেমন: কোন শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে মাসে ১০০০ টাকা বেতন পায়। এক্ষত্রে আর্থিক মজুরি ১০০০ টাকা।

প্রকৃত মজুরি: শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে নিয়োগদাতার নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ পায় তার দ্বারা যে পরিমাণ পন্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে তার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরি বলে। শ্রমের আর্থিক মজুরিকে দামস্তর দ্বারা ভাগ করলে প্রকৃত মজুরি পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, প্রকৃত মজুরি $= \frac{\text{আর্থিক মজুরি}}{\text{দামস্তর}} = \frac{W}{P}$

শ্রমের চাহিদা

Labor Demand

দ্রব্য এবং সেবাসমূহ উৎপাদন করার সময়, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উপকরণ হিসেবে শ্রম এবং মূলধনের প্রয়োজন হয়। শ্রমের চাহিদা একটি ফার্মের উৎপাদনের চাহিদা থেকে সৃষ্টি। অর্থাৎ, যদি একটি ফার্মের উৎপাদনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, ফার্মটিতে আরও শ্রমের প্রয়োজন হবে, এইভাবে আরও কর্মী নিয়োগ করবে। আবার যদি ফার্মের দ্রব্য এবং সেবাসমূহ উৎপাদনের চাহিদা কমে যায়, তাহলে এর জন্য কম শ্রমের প্রয়োজন হবে এবং এর শ্রমের চাহিদা কমে যাবে । সুতরাং আমরা বলতে পারি, একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট প্রকৃত মজুরিতে নিয়োগদানকারী যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করতে চায়, তাকে শ্রমের চাহিদা বলে । অর্থনীতিতে, একজন নিয়োগকারী বা উৎপাদকের শ্রমের চাহিদা হল শ্রম-ঘন্টার সংখ্যা যা নিয়োগকর্তা বিভিন্ন বাহ্যিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে নিয়োগ করতে ইচ্ছুক, যেমন মজুরির হার, মূলধনের খরচ, উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য, ইত্যাদি। সমস্ত নিয়োগকারী বা উৎপাদকের দ্বারা মোট যে শ্রমঘণ্টার চাহিদা করা হয় তার যোগফল হল শ্রমের বাজার চাহিদা।

শ্রমের চাহিদা রেখা দেখায় যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রকৃত মজুরি হারে কতজন শ্রমিক নিয়োগ করা হবে। অর্থাৎ শ্রম চাহিদা রেখা কর্মসংস্থান বা নিয়োগস্তর এবং প্রকৃত মজুরির হারের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক দেখায় । এর কারণ হল প্রকৃত মজুরির হার হ্রাস পেলে একটি ফার্মের উৎপাদনের জন্য আরও বেশি কর্মী নিয়োগে খরচ কম হবে। এইভাবে, ফার্মটি আরও বেশি নিয়োগ করবে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে প্রকৃত মজুরির হার বৃদ্ধি পেলে ফার্মটির উৎপাদনের জন্য নতুন শ্রমিক নিয়োগে বেশি খরচ হবে। এক্ষেত্রে ফার্ম কম শ্রমিক নিবে, যার ফলে কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে। চিত্র ৯.১ এর মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো-

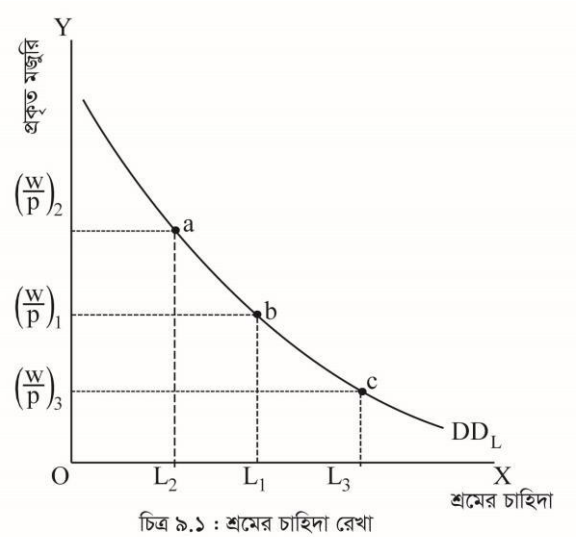

চিত্র ৯.১ : শ্রমের চাহিদা রেখা

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের চাহিদা এবং লম্ব অক্ষে প্রকৃত মজুরি $(\frac{W}{P})$ দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃত মজুরি যখন $(\frac{W}{P})_1$ তখন শ্রমের চাহিদা OL_1 যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। যখন প্রকৃত মজুরির হার $(\frac{W}{P})_1$ থেকে $(\frac{W}{P})_2$ এ বৃদ্ধি পায়, তাহলে শ্রমের চাহিদা OL_1 থেকে OL_2 তে হ্রাস পায় যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হচ্ছে। বিপরীতভাবে, প্রকৃত মজুরির হার $(\frac{W}{P})_1$ থেকে $(\frac{W}{P})_3$ এ হ্রাস পেলে শ্রমের চাহিদা OL_1 থেকে OL_3পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যা c বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c এই বিন্দুগুলো যোগ করে শ্রমের চাহিদা রেখা DD_L পাওয়া যায়। শ্রমের চাহিদা রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী।

শ্রমের যোগান

Labor Supply

একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রকৃত মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ করতে ইচ্ছুক তাকে বলা হয় শ্রমের যোগান। অর্থাৎ প্রচলিত প্রকৃত মজুরিতে যে পরিমাণ শ্রমিক পাওয়া যায় তা হচ্ছে শ্রমের যোগান। প্রকৃত মজুরির সাথে শ্রমের যোগানের ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রকৃত মজুরি বাড়লে শ্রমের যোগান বাড়ে এবং প্রকৃত মজুরি কমলে শ্রমের যোগান কমে। ফলে শ্রমের যোগান রেখা বাম থেকে ডানে উর্ধ্বগামী হয়। চিত্র ৯.২ এর মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হলো-

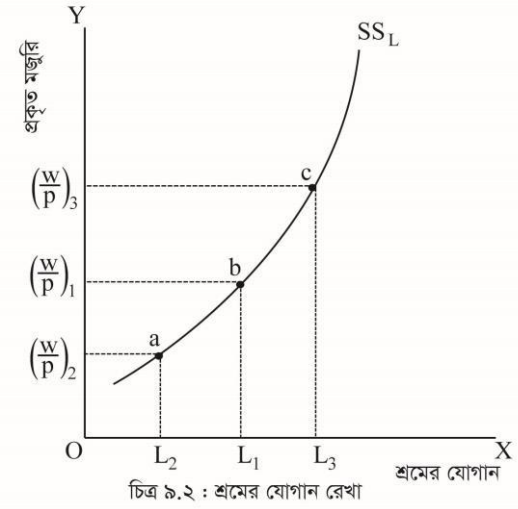

চিত্র ৯.২ : শ্রমের যোগান রেখা

চিত্রানুযায়ী, প্রকৃত মজুরি যখন $(\frac{W}{P})_1$ তখন শ্রমের যোগান OL_1 যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। প্রকৃত মজুরির হার $(\frac{W}{P})_1$ থেকে $(\frac{W}{P})_2$ এ হ্রাস পেলে শ্রমের যোগান OL_1 থেকে OL_2 পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এটি a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। বিপরীতভাবে, যখন প্রকৃত মজুরির হার $(\frac{W}{P})_1$ থেকে $(\frac{W}{P})_3$ এ বৃদ্ধি পায় তখন শ্রমের যোগান OL_1 থেকে OL_3 তে বৃদ্ধি পায় যা c বিন্দু র মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c এই বিন্দুগুলো যোগ করে শ্রমের যোগান রেখা SS_L পাওয়া যায়। রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী।

শ্রমের পশ্চাদমুখী যোগান রেখা

Backward bending Labour Supply Curve

আমরা এতক্ষণ জানলাম, শ্রমের প্রকৃত মজুরি ও যোগান ধণাত্মক বা প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত। এমতাবস্থায় শ্রমের যোগান রেখা ডান দিকে উধ্বগামী হয়ে থাকে। কিন্তু শ্রম বাজারে শ্রমের যোগানের একটা পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে, সেটি হচ্ছে শ্রমের যোগান রেখা প্রথমে ডানদিকে উধ্বগামী হয় এবং এর পর ক্রমশ বামদিকে বেঁকে যায়। কারণ হচ্ছে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির পর্যায়ে শ্রমের যোগান বাড়লেও পরে শ্রমের যোগান হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে প্রকৃত মজুরি ও যোগানের মধ্যে ধণাত্মক বা সমমূখী সম্পর্ক হলে ও পরবর্তীতে এই দুয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক দেখা যায়। এটি ঘটে যখন উচ্চ মজুরি শ্রমিকদের কম কাজ করতে এবং আরও অবসর সময় উপভোগ করতে উৎসাহিত করে। এর ফলে মজুরির পরিমাণ বাড়লেও শ্রমের যেগান কমে যায়। এরূপ শ্রমের যোগান রেখাকে পশ্চাদমুখী যোগান রেখা (Backward bending Labour Supply Curve) বলে।

শ্রমের যোগান নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত দুটি প্রভাব রয়েছে। (১) বিকল্প প্রভাব (Substitution effect) ও (২) আয় প্রভাব (Income effect) । এ দুটি প্রভাবের সম্মিলনে যোগান রেখা পেছনের দিকে বেঁকে যায়।

প্রাথমিক অবস্থায় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেলে একজন শ্রমিক বেশি আয়ের আশায় পরিশ্রম করতে অর্থাৎ বেশি শ্রম দিতে প্রস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে উচ্চ মজুরি অবসরের চেয়ে কাজকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। প্রকৃত মজুরি পরিবর্তনের এই প্রভাবকে বিকল্প প্রভাব বলে। প্রথমদিকে বিকল্প প্রভাব জোরালো অবস্থায় থাকে বিধায় শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির একটা পর্যায়ের পর আয় প্রভাব বিকল্প প্রভাবের চেয়ে জোরালো হয়। এ অবস্থায় শ্রমিক কাজ করার চেয়ে বিশ্রামে বেশি আগ্রহী হয়। এ কারণে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পেলেও শ্রমের যোগান হ্রাস পায়। এখানে আয় প্রভাব জোরালো থাকায় শ্রমের যোগান রেখা পেছনদিকে বেঁকে যায়। এভাবে প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ঠ বিকল্প প্রভাব ও আয় প্রভাবের সম্মিলিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে শ্রমের যোগান রেখা পশ্চাদমুখী হয়ে থাকে।

বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হল-

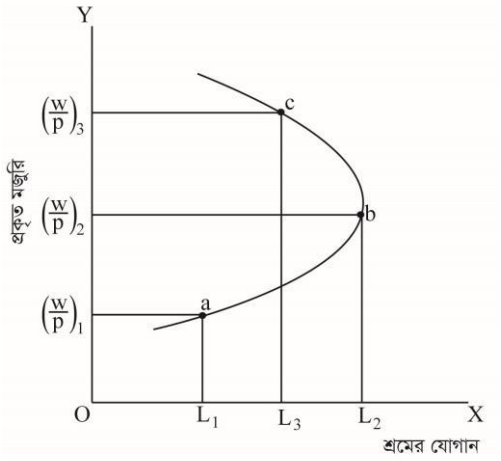

চিত্র ৯.৩ : শ্রমের পশ্চাৎগামী যোগান রেখা

চিত্র ৯.৩ এ ভূমি অক্ষে শ্রমের যোগান ও লম্ব অক্ষে প্রকৃত মজুরি নির্দেশ করে। প্রকৃত মজুরি যখন $(\frac{W}{P})_1$ তখন শ্রমের যোগানের পরিমাণ OL_1 যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। প্রকৃত মজুরি $(\frac{W}{P})_2$ তে বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তক প্রভাবের কারণে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পেয়ে হয় OL_2। কাজেই b বিন্দু পর্যন্ত শ্রমের যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। এখন মজুরি বৃদ্ধি করে $(\frac{W}{P})_3$ করা হলেও শ্রমের যোগান হাস পায়। এখানে বিশ্রামের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মজুরি বেশি হলেও একটা পর্যায়ের পর শ্রমিকের কাছে কাজের চেয়ে বিশ্রাম প্রাধান্য পায়। পর থেকে শ্রমের যোগান রেখা স্বাভাবিক অর্থাৎ উধ্বগামী না হয়ে পেছন দিকে বেঁকে যায়। a, b, c বিন্দুগুলো যোগ করে পশ্চাদমুখী শ্রমের যোগান রেখা পাওয়া যায়।

শ্রমবাজারে ভারসাম্য
Labor market Equilibrium

শ্রম বাজারে দুটি প্রধান অংশগ্রহণকারী রয়েছে: শ্রমিক এবং ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান। সাধারণত, মজুরি বেশি হলে আরও বেশি শ্রমিক শ্রমবাজারে যোগদান করবে। অন্যদিকে যখন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলো কম মজুরি হারে বেশি শ্রমিক নিয়োগ করতে চাইবে। এপর্যায়ে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে দর কষাকষি চলে। দর কষাকষির এক পর্যায়ে উভয় পক্ষ একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এভাবে শ্রমবাজারে ভারসাম্য তখনই ঘটে যখন শ্রমের যোগান উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমের চাহিদার সমান হয়। শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতাস্থলে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগস্তর নির্ধারিত হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে শ্রমবাজারে ভারসাম্য মজুরিস্তর ও নিয়োগস্তর দেখানো হলো-

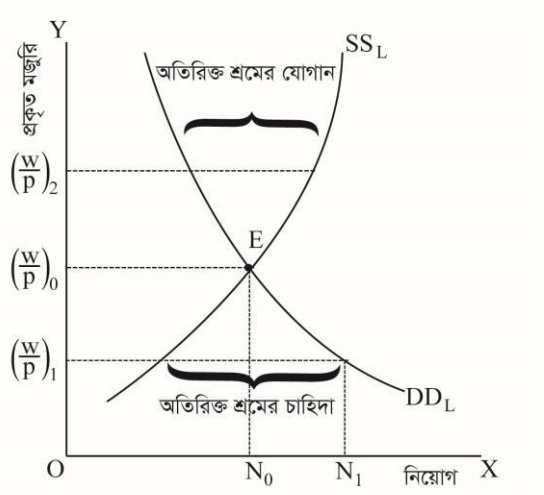

চিত্র ৯.৪ : শ্রমবাজারে ভারসাম্য

চিত্রে OX এ নিয়োগ এবং OY এ প্রকৃত মজুরি নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান রেখা যথাক্রমে DD_L ও SS_L । প্রাথমিক অবস্থায় DD_L ও DD_s রেখাদ্বয় পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করেছে। অর্থাৎ এখানে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান পরস্পর সমান। সুতরাং E হচ্ছে ভারসাম্য বিন্দু। এ বিন্দুতে ভারসাম্য প্রকৃত মজুরি ও ভারসাম্য নিয়োগ যথাক্রমে $(\frac{W}{P})_0$ এবং N_0। E বিন্দুর নিচে $(\frac{W}{P})_1$ প্রকৃত মজুরিতে শ্রমের যোগানের তুলনায় শ্রমের চাহিদা বেশি। ফলে নিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে প্রকৃত মজুরি $(\frac{W}{P})_1$ থেকে বৃদ্ধি পাওয়ায় আবার $(\frac{W}{P})_0$ তে উন্নীত হয়। আবার $(\frac{W}{P})_2$

মজুরিতে শ্রমের চাহিদার তুলনায় শ্রমের যোগান বেশি দেখা যায়। অর্থাৎ এখানে বেকারত্ব বিদ্যমান। বেকারত্বের কারনে প্রকৃত মজুরি $\left(\frac{W}{P}\right)_2$ থেকে হ্রাস পেয়ে পুনরায় $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ হয়। সুতরাং E বিন্দুতে $\left(\frac{W}{P}\right)_0$ প্রকৃত মজুরিতে শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান পরস্পর সমতায় আসে। এভাবে ভারসাম্য প্রকৃত মজুরি ও ভারসাম্য নিয়োগ নির্ধারিত হয়।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতির পরিভাষায়, **নিয়োগ বা কর্মসংস্থান** বলতে চাকুরী করা বা কর্মরত থাকা অবস্থাকে বুঝায়। আর **পূর্ণ নিয়োগ** হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যেখানে প্রচলিত মজুরি হারে কাজ করতে ইচ্ছুক কর্মক্ষম মানুষ সবাই কাজ পেতে সক্ষম হয়।
- **শ্রম বাজার** হল এমন একটি জায়গা যেখানে শ্রমের চাহিদা এবং যোগানের সংমিশ্রণ ঘটে। অর্থাৎ শ্রমিকরা শ্রমের যোগান দেয় এবং নিয়োগকর্তারা শ্রমের চাহিদা সৃষ্টি করে।
- **শ্রমবাজারে ভারসাম্য** তখনই ঘটে যখন শ্রমের যোগান উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমের চাহিদার সমান হয়। অর্থাৎ শ্রমের চাহিদা ও যোগানের সমতাস্থলে ভারসাম্য মজুরি ও নিয়োগস্তর নির্ধারিত হয়।

পাঠ ৯.২ বেকারত্ব
Unemployment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- বেকারত্বের সংজ্ঞা দিতে পারবেন,
- বিভিন্ন প্রকারের বেকারত্বের বিবরণ দিতে পারবেন,
- বেকারত্বের কারণ সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন,
- বেকারত্বের প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন,
- বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের বিবরণ দিতে পারবেন।

বেকারত্ব
Unemployment

বেকারত্ব হচ্ছে কাজের অভাবে অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতা। অর্থৎ বেকার বলতে শ্রমশক্তির সেই অংশকে বুঝানো হয়, যারা একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট মজুরিতে কাজের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ পায় না। আবার সকল কর্মহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকার বলা যাবেনা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আরামপ্রিয় ধনী ব্যক্তি কাজ পেলেও কাজ করে না এবং প্রয়োজনবোধও করে না। আবার শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও পাগল এরা কাজ করতে পারে না। এ ধরনের স্বেচ্ছাকৃত বা অক্ষমতাজনিত কর্মহীনতাকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলে না। প্রকৃত বেকারত্ব তখনই দেখা দেয় যখন কোনো শ্রমিক দেশের প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে চেয়েও যোগ্যতা অনুসারে কাজ পায় না। এরূপ বেকারত্বকে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বলা হয়। অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলতে এরূপ অনিচ্ছাকৃত বেকারত্বকেই বুঝানো হয়। অর্থনীতির ভাষায় যখন কোনো শ্রমিক কর্মক্ষম ও কাজে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও কাজ পায় না সে অবস্থাকে বলা হয় বেকারত্ব।

বেকারত্বের হার
Rate of Unemployment

কজ করতে ইচ্ছুক কর্মক্ষম জনগণ কাজ না পালে অর্থনীতিতে তাদের বেকার বলে। মোট শ্রমশক্তির শতকরা কত অংশ বেকার তা হচ্ছে বেকারত্বের হার। এটি সামষ্টিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক। বেকারত্বের হার একটি দেশের বেকার সংখ্যা পরিমাপ করতে সাহায্য করে।

বেকারত্বের হার কিভাবে পরিমাপ করা হয় তা বোঝার জন্য আমরা একটি উদাহরণ ব্যবহার করতে পারি। ধরা যাক একটি দেশে মোট এক লক্ষ লোক কর্মরত এবং এর মধ্যে ৫ হাজার লোক বেকার। তাহলে ঐ দেশের বেকারত্বের হার হবে-

$$\text{বেকারত্বের হার} = \frac{\text{বেকার শ্রমশক্তি}}{\text{মোট শ্রমশক্তি}} \times ১০০$$

অর্থাৎ বেকার জনসংখ্যাকে মোট শ্রমশক্তি দিয়ে ভাগ করে ভাগফলকে ১০০ দ্বারা গুণ করলে বেকারত্বের হার পাওয়া যায়।

বেকারত্বের স্বাভাবিক হার
Natural Rate of Unemployment

একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেকারত্ব যা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে না,তাকে বেকারত্বের স্বাভাবিক হার বা প্রাকৃতিক হার বলা হয়। অর্থাৎ বেকারত্বের স্বাভাবিক হার হল সর্বনিম্ন সম্ভাব্য বেকারত্বের হার। কোন অর্থনীতিতে শতভাগ জনগণ কাজে নিয়োজিত থাকেনা। কারণ অর্থনীতি সর্বদাই পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তনের

ফলে কিছু লোক সাময়িকভাবে হলেও বেকার থাকে। আবার কিছু লোক নতুন কাজ খোঁজে। সুতরাং ব্যক্তিগত কারণে কিংবা শ্রমশক্তির কাঠামোর কারণে শ্রমবাজারে সাময়িক কর্মহীনতা দেখা যায়। বেশিরভাগ উন্নত দেশে মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ বেকারত্ব থাকে। যা স্বাভাবিক বেকারত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়। বেকারত্বের স্বাভাবিক হারের পিছনে তত্ত্বটি দেখায় যে সংঘাতজনিত, কাঠামোগত এবং চক্রাকার বেকারত্বের উপস্থিতির কারণে একটি সুস্থ অর্থনীতিতেও বেকারত্ব শূন্য হয় না। যখন অর্থনীতি বেকারত্বের স্বাভাবিক হারে থাকে, তখন বলা হয় এটি "পূর্ণ কর্মসংস্থান" স্তরে পৌঁছেছে।

বেকারত্বের ধরণ ও প্রকৃতি

Types and nature of Unemployment

স্বেচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব ছাড়াও বেকারত্বের ধরনগুলি অর্থনীতির শক্তি, বেকারত্বের দৈর্ঘ্য এবং কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের মতো কতগুলি বিষয় বিবেচনা করে। নিম্নে বেকারত্বের ধরণ ও প্রকৃতি আলোচনা করা হলো-

১। চক্রাকার বেকারত্ব

"চক্রাকার বেকারত্ব" শব্দটি বাণিজ্য চক্রের দুটি দিক তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং মন্দার সময় বেকার শ্রমিক সংখ্যার তারতম্যকে বোঝায়। অর্থাৎ চক্রীয় বেকারত্ব ব্যবসা চক্রের চক্রাকার প্রবণতার ফলে বেকারত্ব বোঝায়। অর্থনীতির সমৃদ্ধির পর্যায়ে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং দেশে অধিক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়। ফলে বেকারত্ব হ্রাস পায়। আবার যখন অর্থনীতিতে দ্রব্য বা সেবার চাহিদা কমে যায়, তখন উৎপাদনও কমে যায়। নিয়োগকর্তাদের শ্রমিকের চাহিদা কম হয়, যার ফলে বেকারত্বের হার বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ, মহামারীর প্রাথমিক পর্যায়ে, জনগণ নিজেদের বাড়িতে সীমাবদ্ধ ছিল, যার ফলে অনেক ব্যবসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই অর্থনৈতিক মন্দার সময়, বেশিরভাগ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল না। ফলে তারা চাকরি হারিয়ে বেকারত্বের সম্মুখীন হয়েছিল।

২। সংঘাতজনিত বেকারত্ব

এটি 'ক্রান্তিকালীন বেকারত্ব' নামেও পরিচিত এবং এটি তখনই ঘটে যখন লোকেরা স্বেচ্ছায় নতুন চাকরির সন্ধানে তাদের বর্তমান চাকরি ছেড়ে দেয় বা যখন নতুন কর্মীরা চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। ধরা যাক, আপনি যদি উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্য বা অন্য কোথাও বসবাসকারী আপনার পরিবারের সাথে থাকার জন্য বর্তমান চাকরি ছেড়ে দেন এবং পরবর্তীতে আবার একটি নতুন চাকরি খুঁজেন, তবে অন্তর্বর্তী সময়ে আপনি বেকার থাকবেন। সেই সময়ের মধ্যে আপনি সংঘাতজনিত বেকারত্বে বিবেচিত হবেন। কারণ চাকরি খোঁজা, একজন বিকল্প কর্মী খোঁজা এবং চাকরির জন্য সঠিক কর্মী খুঁজে পেতে সময় লাগে। এই ধরনের বেকারত্ব সাধারণত স্বল্পমেয়াদী হয়। তবে শ্রমের চাহিদা এবং যোগান সমান হলে এটি বাড়তে থাকে, যা উন্নত অর্থনীতিতে প্রায়শই ঘটে।

৩। কাঠামোগত বেকারত্ব

অর্থনীতি এবং শ্রমবাজারে মৌলিক পরিবর্তন, যেমন প্রযুক্তির বিকাশ, প্রতিযোগিতা এবং সরকারী নীতি কাঠামোগত বেকারত্ব তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ যখন চাকরি পাওয়া যায়, তখন যারা এই ক্ষেত্রগুলি পূরণ করতে পারে তাদের হয়ত সঠিক দক্ষতা নেই অথবা তারা সঠিক অবস্থানে নেই। প্রযুক্তিগত উন্নতির মধ্য দিয়ে শিল্পগুলিতে কাঠামোগত বেকারত্ব সবচেয়ে স্পষ্ট। উদাহরণস্বরূপ, বর্তমানে বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পে অনেক কাজ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। ফলে আগের চেয়ে কম কৃষক ও শ্রমিকদের প্রয়োজন হয় এবং এতে অনেককে বাদ দেয়া বা ছাটাঁই করা হচ্ছে। এই কৃষকরা যখন কাজ খুঁজতে শহরে যায়, তখন তারা তাদের দক্ষতা প্রয়োগ করার মতো অন্য কোন কাজ খুঁজে নাও পেতে পারে।আবার এমন হতে পারে একটি ব্যবসা বা শিল্প এমন একটি অবস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছে যেখানে কর্মচারীদের ভ্রমণের জন্য খুব দূরে, তখন সেই কর্মীদের ছাড়াই শিল্পটি স্থানান্তরিত হয়। কাঠামোগত বেকারত্ব সাধারণত সংঘাতজনিত বেকারত্বের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়। কখনও কখনও সেই বেকারদের দক্ষতার হ্রাস ঘটায় বা তাদের কাজের সন্ধানকে নিরুৎসাহিত করে।

৪। মৌসুমী বেকারত্ব

আবহাওয়া বা কাজের মৌসুমের পরিবর্তনের কারণে মৌসুমী বেকারত্ব দেখা দেয়। এটি ঘটে যখন মৌসুমী পেশায় কর্মরত লোকেরা মৌসুম শেষ হলে ছাঁটাই হয়ে যায়। এই ধরনের বেকারত্ব সাধারণত পর্যটক সমৃদ্ধ অঞ্চলে যেখানে পর্যটনের ভরা মৌসুমে শ্রমের প্রচুর চাহিদা থাকে সেসব এলাকায় দেখা যায়। মৌসুমে নিযুক্ত পেশাদার লোকদের সাধারণত মৌসুম শেষে

কাজ থাকেনা। উদাহরণস্বরূপ, ওয়াটার পার্কগুলিতে শীত মৌসুমে বেকারত্ব ঘটতে পারে কারণ শীতকালে এই জায়গাগুলিতে লোকজনের যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আবার কৃষিক্ষেত্রে ধান বোনা ও কাটার সময় ব্যতীত অন্য সময় গ্রামীন কৃষি শ্রমিকদের কোনো কাজ থাকেনা। অর্থাৎ বছরের যে সময়টুকুতে তাদের কাজ থাকেনা ঐ সময়ে তাদের মৌসুমী বেকার বলা হয়।

৫। ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব

ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব হল এমন এক ধরনের বেকারত্ব যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উৎপাদনকে প্রভাবিত করে না। এটি ঘটে যখন উৎপাদনশীলতা কম থাকে এবং অনেক জনগণ খুব কম সংখ্যক কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে। অর্থাৎ যখন লোকেরা দৃশ্যত কাজ করে কিন্তু তাদের সকলকে তাদের সম্ভাবনার চেয়ে কম কাজ করানো হয় তাকে ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলা হয়। এই ক্ষেত্রে, ব্যক্তি নিজেকে নিযুক্ত মনে করেন কিন্তু আসলে সে কাজ করছে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রামীণ এলাকায় যেখানে কৃষিই আয়ের প্রধান উৎস সেখানে এই ধরনের বেকারত্ব প্রায়ই দেখা যায়। যদি এক টুকরো জমিতে কাজ করার জন্য একজন কৃষক পরিবারের দশজন সদস্যকে নিয়োগ করা হয় যখন পাঁচজন যথেষ্ট। তবে পাচঁ জনের অতিরিক্ত সদস্য ছদ্মবেশী বেকারত্বের মধ্যে পড়ে। এ ধরণের অতিরিক্ত কৃষককে কৃষি হতে অপসারণ করে অন্যত্র নিয়োগ করলেও কৃষি উৎপাদন কমবেনা। বাংলাদেশের কৃষিতে এধরণের বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বিদ্যমান।

৬। প্রযুক্তিগত বেকারত্ব

প্রযুক্তিগত বেকারত্ব হল এমন ধরনের বেকারত্ব যা অর্থনীতিতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভবের ফলে সৃষ্টি হয়। সাধারণত যন্ত্রপাতি দ্বারা শ্রমিকদের প্রতিস্থাপন বা শ্রমিকদের দ্বারা করা কাজগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করানোর কারণে এ ধরণের বেকারত্ব হতে পারে। অর্থাৎ, প্রযুক্তিগত বেকারত্ব তখনই ঘটে যখন শ্রমিকরা প্রযুক্তিগত অগ্রগতির কারণে তাদের চাকুরি হারায়। সুতরাং আমরা বলতে পারি প্রযুক্তির সাথে জনশক্তির প্রতিস্থাপনের ফলে প্রযুক্তিগত বেকারত্ব দেখা দেয়। প্রযুক্তিগত বেকারত্বকে কাঠামোগত বেকারত্বের বিস্তৃত ধারণার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রযুক্তিগত বেকারত্বের প্রভাব ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়ই হতে পারে। একদিকে, নতুন প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের আরও বেশি উৎপাদনশীল করে তুলতে পারে এবং তাদের জন্য নতুন চাকরি এবং কাজের ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে, প্রযুক্তির কারণে শ্রমিকদের স্থানচ্যুত হতে পারে কারণ তাদের দ্বারা সম্পন্ন কাজগুলি যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ করে। এতে মজুরি ও কর্মসংস্থান হ্রাস পায়।

৭। নৈমিত্তিক বেকারত্ব

নৈমিত্তিক বেকারত্ব হল যখন কর্মীকে প্রতিদিনের ভিত্তিতে একটি চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয় এবং চুক্তিটি শেষ হয়ে গেলে তাকে ছেড়ে যেতে হয়। সহজ ভাষায়, পূর্ববর্তী কাজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কারণে একজন শ্রমিক যখন একটি চাকরি থেকে অন্য চাকরিতে স্থানান্তরিত হয় তখন অনিবার্য সময় বিলম্বকে নৈমিত্তিক বেকারত্ব বলা হয়। নৈমিত্তিক বেকারত্ব এমন শিল্পগুলিতে বিরাজমান যেগুলি চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে। যেমন- বিল্ডিং নির্মাণ, কৃষি, ইত্যাদি যেখানে শ্রমিকদের প্রতিদিনের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয় এবং কাজটি সম্পন্ন করার পর ঐ কোম্পানি বা কৃষি খামার ছেড়ে যায়। চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার পর যে শ্রমিকদের ছেড়ে দেওয়া হয় তারা অন্য কোথাও উপযুক্ত কাজ না পাওয়া পর্যন্ত বা অন্য কোনো নতুন কাজ শেষ করার জন্য একই ফার্মের সাথে চুক্তি নবায়ন না করা পর্যন্ত তারা বেকার বলে বিবেচিত হয়।

বেকারত্বের কারণসমূহ: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

Causes of Unemployment: Bangladesh Perspective

বেকারত্ব বিভিন্ন কারণে সৃষ্ট হয় যা চাহিদার দিক বা নিয়োগকর্তা, এবং সরবরাহের দিক বা কর্মী উভয় দিক থেকেই আসে। উচ্চ সুদের হার, বৈশ্বিক মন্দা এবং আর্থিক সংকটের কারণে চাহিদা-পাশ হ্রাস হতে পারে। সরবরাহের দিক থেকে, ঘর্ষণমূলক বেকারত্ব এবং কাঠামোগত কর্মসংস্থান একটি দুর্দান্ত ভূমিকা পালন করে।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি: অতিরিক্ত জনসংখ্যা বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রধান কারণ। বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটি দুটি উপায়ে বেকারত্বের পরিস্থিতিকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি সরাসরি শ্রমশক্তিতে সংযোজন হয়ে বেকারত্বকে উৎসাহিত করেছে। কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের চেয়ে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের হার কখনই বেশি হতে পারেনি এবং এই কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ বেকারত্বের কমানোর জন্য যথেষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পরোক্ষভাবে পুঁজি গঠনের জন্য সম্পদ হ্রাস করে বেকারত্ব পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।

জমির সীমাবদ্ধতা: ভূমি প্রকৃতির দান। এটি সর্বদা স্থির থাকে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির মত প্রসারিত হতে পারে না। যেহেতু, বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে, তাই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য জমি যথেষ্ট নয়। ফলে জমিতে প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। গ্রামীণ এলাকায়, অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য সরাসরি কৃষি জমির উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যার তুলনায় কৃষি জমি খুবই সীমিত। এই পরিস্থিতি গ্রামীণ এলাকায় কৃষির উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক জনগণকে ছদ্মবেশী বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

মৌসুমী কৃষি: গ্রামীণ সমাজে কর্মসংস্থানের একমাত্র মাধ্যম কৃষি। গ্রামীণ জনগণের অধিকাংশই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে নিয়োজিত। কিন্তু, বাংলাদেশের কৃষি মূলত মৌসুমী ভিত্তিক। এর ফলে বছরের বিশেষ মৌসুমে গ্রামীণ জনগণ কর্মসংস্থানের সুবিধা লাভ করে। উদাহরণস্বরূপ, বীজ বপন এবং ফসল কাটার সময়কালে, জনগন সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত থাকে। ফসল কাটার পরে এবং পরবর্তী বপনের আগে তারা বেকার থাকে। এর ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে মৌসুমী বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

ভূমি বিভক্তিকরণ: বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যা কৃষি জমির উপর একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাপ সৃষ্টি করে, যা শেষ পর্যন্ত সেই কৃষি জমিগুলোকে বিভক্তির দিকে নিয়ে যায়। কৃষি জমির প্রাপ্যতা সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে যাদের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল, তাদেরকে কর্মসংস্থান খুঁজে পেতে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। ফলস্বরূপ কৃষি শ্রম আরও কঠিন হয়ে উঠছে।

কৃষিতে প্রাচীন পদ্ধতি: বাংলাদেশের কৃষিতে এখনও প্রচীন পদ্ধতি বিদ্যমান। ফলে কৃষক পর্যাপ্ত ফলন দিতে পারছে না। একজন কৃষক তার খামারের উৎপাদিত পণ্য দিয়ে পরিবারের বিপুল সংখ্যক লোককে লালন-পালন করে। এর ফলে তিনি তার সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে বা তাদের কোনও ধরণের পেশা ঢুকিয়ে দিতে অক্ষম হন। এটি বেকারত্ব সমস্যায় অবদান রাখে।

সমন্বয়হীন শিক্ষা ব্যবস্থা: মানসম্পন্ন স্নাতক তৈরির জন্য সাধারণ তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা অপরিহার্য। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে বাংলাদেশের অধিকাংশ স্নাতকদের তাত্ত্বিক শিক্ষার বাইরে অন্য কোনো শিক্ষা নেই। তারা সাধারণত বই মুখস্থ করে শিক্ষাজীবন অতিক্রান্ত করেছে। ফলস্বরূপ তারা কর্মজীবন ভিত্তিক শিক্ষা এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। এ ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার ফলে আমরা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার পরিবর্তে চাকরি না পেয়ে বেকার হয়ে পড়ছি।

অনুপযুক্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা: তরুণদের ক্যারিয়ারমুখী দক্ষতা বাড়ানোর জন্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান বিশ্বব্যাপী একটি জনপ্রিয় ধারণা। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতে-কলমে শেখার ব্যবস্থা নেই। তাহলে একজন কারিগরি শিক্ষার্থী কীভাবে দক্ষ হতে পারে? এছাড়াও, অনেক কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক স্কুল এবং কলেজে ল্যাবরেটরি সুবিধা খুবই নাজুক যা হাতে-কলমে কাজ শেখানোর জন্য উপযুক্ত নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দক্ষ শিক্ষকের অভাব সঠিক শিক্ষা প্রদানে বড় বাধা।

মূলধনের অভাব: বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কম হওয়ায় সঞ্চয় কম হয়। এ কারণে মূলধন গঠন কম হয়। মূলধনের স্বল্পতা সম্পদের সুষ্ঠু ও পূর্ণ ব্যবহারের পথে অন্তরায়। ফলস্বরুপ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি না হয়ে বাড়ছে বেকারত্ব।

দারিদ্র্যতা: আমাদের দেশে অনেক জনগণ প্রান্তিক পরিবারের। বেশির ভাগেরই দিন আনে দিন খায় অবস্থা। ফলে তারা চাইলেও যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারে না। তাই চাকরির বাজারে তারা পিছিয়ে পড়েন এবং বেকারত্বের সম্মুখীন হন।

কুটির শিল্পের অবলুপ্তি: আমাদের দেশের মতো উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কুটির শিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু শিল্পায়নের ফলে এদেশে কুটির শিল্প হারিয়ে যেতে চলেছে। একারণে কুটির শিল্পে নিয়োজিত বহুসংখ্যক লোক বেকার হয়ে পড়েছে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ: বাংলাদেশে প্রতিবছর অনেক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। যেমন- নদীভাঙন, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের বিনিয়োগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। তাছাড়া বাংলাদেশের কৃষককূলের অধিকাংশ এসময় বেকারত্বের সম্মুখীন হয়।

বেকারত্ব দ্বারা সৃষ্ট সমস্যা
Problems Caused by Unemployment

বেকারত্ব যে কোনো দেশের অর্থনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য। বাংলাদেশে অর্থনীতি ও সমাজজীবনে বেকারত্ব দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলো নিচে তুলে ধরা হলো-

দারিদ্রতা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যতার অন্যতম প্রধান কারণ বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি।তাবেকার জনগণ দ্রুত দরিদ্র সীমার নিচে চলে যায়। ২০১৯ সালে দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচের জনসংখ্যা ২০.৫% (উৎস: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ২০২২)। বেকারত্বের কারণে অনেক পরিবার জীবনযাত্রার ব্যয় মেটানোর জন্য ঋণগ্রস্ততা, সঞ্চয় শেষ করা বা এমনকি ভূমিহীনতা এবং অপুষ্টির পরিস্থিতির স্বীকার হয়। দারিদ্রতা বেড়ে যাওয়ায় সরকার ঋণের চাপে নতুন চাকরির সুযোগ খুব কমই সৃষ্টি করতে পারে। এধরণের পরিস্থিতি সময়ের সাথে সাথে আরও খারাপ অবস্থায় উপনীত হয়।

আয় বৈষম্য সৃষ্টি: বেকারত্বের কারণে সমাজে আয় বৈষম্য বেড়ে যায়। কারণ কর্মজীবি মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলেও বেকার মানুষের আয় বাড়েনা। ফলে অর্থনীতিতে দ্রুত আয় বৈষম্য বাড়ে। বাংলাদেশে আয় বৈষম্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এই বেকারত্ব।

জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি হ্রাস: বেকারত্ব বাড়তে থাকলে অর্থনীতিতে জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি কমতে থাকে। কারণ বেকারত্ব বেশি হলে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমে। ফলে প্রবৃদ্ধির হারও কমে।

জীবনযাত্রার নিম্নমান: দীর্ঘমেয়াদী বেকারত্বের ফলে উপার্জনের ক্ষতি হয় এবং অনেক পরিবার তাদের জীবনযাত্রার ব্যয় মেটাতে পর্যাপ্ত অর্থ ছাড়াই থাকে এবং নিম্নমানের জীবন যাপন করে।বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্ন হওয়ার পেছনে বেকারত্ব অন্যতম প্রধান কারণ।

অপরাধের হার বৃদ্ধি: সমাজের বেকার সদস্যরা জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রায়ই অপরাধের দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন একজন মানুষ জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় খুঁজে পায় না, তখন হতাশ হয়ে তারা উপার্জনের জন্য অবৈধ পথে চলে যায়।

শহরে অতিরিক্ত জনসংখ্যার স্থানান্তর: বাংলাদেশের শহুরে এলাকায় নগরায়নের স্তর এবং প্রবণতাগুলির একটি বিশ্লেষণে দেখা যায় শহুরে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধিতে গ্রামীণ-শহুরে অভিবাসনের ভূমিকা রয়েছে। এই গ্রামীণ-শহুরে অভিবাসন মূলত গ্রামীণ বেকারত্ব থেকে বেঁচে থাকার কৌশল।

জাতির জন্য বোঝা: বেকার জনসংখ্যা একটি জাতি এবং রাষ্ট্রের জন্য বোঝাস্বরূপ। বেকার জনগণ নিজেদের উন্নতির সাথে সাথে দেশের উন্নয়ন কোনো ভূমিকা রাখেনা।

বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের উপায়
Remedies of Unemployment

বেকার সমস্যা আমাদের একটি জাতীয় সমস্যা। বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের জাতীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে-

রাজস্ব নীতি: রাজস্ব নীতি সামগ্রিক চাহিদা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে সাহায্য করে। যা বেকারত্ব কমাতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারকে সম্প্রসারণমূলক আর্থিক নীতি অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ কর কমাতে হবে এবং সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে। যার ফলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনীতিতে অব্যবহৃত সম্পদ থাকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে, প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি পাবে। এ অবস্থায় যদি উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বেশি উৎপাদন করে, তাহলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে এবং চাহিদা-ঘাটতি বেকারত্ব হ্রাস পাবে।

আর্থিক নীতি: আর্থিক নীতি প্রয়োগ করে সুদের হার কমালে ঋণ নেওয়ার খরচ কমে যায় যা জনগণকে খরচ করতে ও বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। ফলে জনগণের আয়স্তর ও ক্রয়ক্ষমতা এবং সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এটি সামগ্রিক চাহিদা বাড়ানোর সাথে সাথে জিডিপি বৃদ্ধি করতে এবং চাহিদা-ঘাটতি বেকারত্ব কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়াও কম সুদের হার বিনিময় হার হ্রাস করবে এবং রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে।

শিল্প কৌশল পরিবর্তন: উৎপাদন কৌশল দেশের প্রয়োজন এবং উপকরণ অনুযায়ী হওয়া উচিত। বাংলাদেশে মূলধন-নিবিড় প্রযুক্তির পরিবর্তে শ্রম-নিবিড় প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করা অপরিহার্য।

মৌসুমী বেকারত্ব সংক্রান্ত নীতি: আমাদের দেশে কৃষি খাত এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পে মৌসুমি বেকারত্ব পাওয়া যায়। এটা দূর করার জন্য কৃষিতে শস্য বহুমূখীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিৎ। বৃক্ষরোপণ, নার্সারী, দুগ্ধখামার ও পশুপালনকে উৎসাহিত করতে হবে। তাছাড়া শিল্পক্ষেত্রে কুটির শিল্পকে উৎসাহিত করতে হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন: শিক্ষার ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে হবে। সমাজ কাঠামোর সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সমন্বয় করতে যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রচলন করতে হবে। যে সকল ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আছে তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। প্রযুক্তি শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করে সেখানে যুবশক্তিকে নিয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ উৎপাদনমুখী শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের দেশের বেকারত্ব ঘোচাতে ফলপ্রসূ সূচনা রাখতে পারে। অন্যদিকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দিতে হবে। চাকরির মানসিকতা পরিহার করে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রতি তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কর্মসংস্থান কর্মসূচি: সরকারের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মীদের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। সেচ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ, কৃষি, গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের মতো কর্মসূচী বেশি বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে।

মূলধন গঠনের উচ্চ হার: দেশে মূলধন গঠনের হার ত্বরান্বিত করতে হবে। বৃহত্তর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এমন কর্মকাণ্ডে মূলধন গঠনকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা উচিত। সাথে সাথে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত কম রাখতে হবে।

সমবায় খাত শিল্প: সমবায় খাতের শিল্পকে উৎসাহিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ- সমবায় ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক বেকার ব্যক্তিকে নিয়ে একটি টেক্সটাইল মিল বা যে কোন ধরনণের কারখানা স্থাপন করা যায়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে বেকারত্ব দূর করার জন্য এটি একটি অভিনব পন্থা হতে পারে।

শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ: বেকারত্ব কমাতে শিল্প কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন। শিল্প কার্যক্রম এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হলে অনুন্নত এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কম হবে। তাই সরকারকে শিল্প কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকরণকে উৎসাহিত করে এমন নীতি গ্রহণ করা উচিত।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: বেকারত্ব সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি ব্যাপক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমাদের দেশের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যাপকভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্পায়নই এর অন্যতম পথ। দেশের কৃষি ব্যবস্থায় আধুনিকায়নের পাশাপাশি দ্রুত শিল্পায়নের দিকেও নজর দিতে হবে। এর জন্য দরকার সুদূরপ্রসারী প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

সারসংক্ষেপ

- **বেকারত্ব** বলতে এমন পরিস্থিতি বোঝায় যখন কাজ করতে সক্ষম লোকেরা কাজ করতে চায় কিন্তু কর্মসংস্থান খুঁজে পায় না।
- **বেকারত্বের স্বাভাবিক হার** হল সর্বনিম্ন বেকারত্বের হার যা একটি অর্থনীতিতে ঘটতে পারে। এটি হল সংঘাতজনিত বেকারত্ব এবং কাঠামোগত বেকারত্ব সংমিশ্রণ ।
- বেকারত্ব একটি দেশকে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে আবদ্ধ করে ফেলে। বাংলাদেশে মানুষের আয় কম। ফলে সঞ্চয় কম এবং মূলধন গঠনের হার কম। একারণে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান হ্রাস পায় এবং আয় কমে যায়। এভাবে দারিদ্র্যের দুষ্ট চক্রে অর্থনীতিকে আবদ্ধ করে ফেলে।
- রাজস্ব নীতি, আর্থিক নীতি, শিল্প কৌশল পরিবর্তন, শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন, মূলধন গঠন ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে বাংলাদেশে বেকারত্ব দূর করা যেতে পারে।

পাঠ ৯.৩ ফিলিপস রেখার ধারণা
Concept of Philips Curve

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা–

- ফিলিপস রেখার সংজ্ঞা দিতে পারবেন,
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা অঙ্কন করতে পারবেন,
- স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখার স্থানান্তর বর্ণনা করতে পারবেন।

ফিলিপস রেখা
Philips Curve

ফিলিপস রেখাটি বেকারত্বের সাথে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধির তুলনা বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ১৮৬১-১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যে বেকারত্ব এবং আর্থিক মজুরি পরিবর্তনের হারের মধ্যকার সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে A.W Philips দেখিয়েছেন যে আর্থিক মজুরি এবং বেকারত্বের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ বেকারত্ব বৃদ্ধি পেলে মজুরি হ্রাস পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পেলে মজুরি বৃদ্ধি পায়। তাই তার নামানুসারে এ রেখার নাম হয়েছে ফিলিপস রেখা। সুতরাং আমরা বলতে পারি ফিলিপস রেখা হচ্ছে এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে বেকারত্বের হারের সঙ্গে আর্থিক মজুরি বৃদ্ধির হারের বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ পায়। মূল ফিলিপস রেখায় আর্থিক মজুরির হার ও বেকারত্বের মধ্যে সম্পর্ক বা trade-off (বিনিময়) দেখালেও পরবর্তীতে আর্থিক মজুরি হারের পরিবর্তে মূল্যস্ফীতির হার ব্যবহৃত হয়। এর কারণ হল যখন বেকারত্ব কম থাকে, নিয়োগকর্তারা সীমিত সংখ্যক শ্রমিকের জন্য প্রতিযোগিতায় থাকে এবং কর্মীদের আকৃষ্ট করতে এবং ধরে রাখার জন্য উচ্চ মজুরি দিয়ে থাকে। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য ও সেবার দামও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে উচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়। বিপরীতভাবে, যখন বেকারত্ব বেশি থাকে, তখন শ্রমিকের উদ্বৃত্ত থাকে এবং নিয়োগকর্তাদের শ্রমিকেদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের উচ্চ মজুরি দিতে হয় না। মজুরি কম থাকায় দ্রব্য ও সেবার দামও কম থাকে, যার ফলে মূল্যস্ফীতি কম হয়।

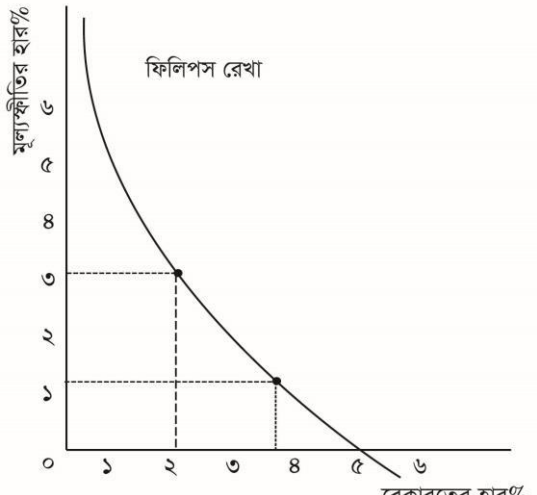

চিত্র ৯.৫ : ফিলিপস রেখা

চিত্র ৯.৫ এ ভুমি অক্ষে বেকারত্বের হার এবং লম্ব অক্ষে মূল্যস্ফীতির হার দেখানো হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে বেকারত্বের হার যখন ৪% তখন মূল্যস্ফীতির হার ১%। বেকারত্বের হার হ্রাস পেয়ে ২% হলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩%। অনুরূপভাবে বেকারত্বের হার আরো হ্রাস পেয়ে ১% হলে মূল্যস্ফীতি ৪% এ উন্নীত হয়। অর্থাৎ বেকারত্বের হার এবং মূল্যস্ফীতির হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বিরাজ করে। নিচে ফিলিপস রেখার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো-

(১) ফিলিপস রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী। অর্থাৎ বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির হার এ দুয়ের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক বা trade-off বিদ্যমান।

(২) ফিলিপস রেখা ভূমি অক্ষকে ছেদ করে। এর অর্থ হলো সমাজে স্বাভাবিক বেকারত্ব কিছু না কিছু থাকবে, আর স্বাভাবিক বেকারত্বস্থলে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে শূন্য, আর স্বাভাবিক বেকারত্ব এর নির্দিষ্ট স্তরের পরে মুদ্রাস্ফীতির হার হবে ঋণাত্মক ।

(৩) ফিলিপস রেখা কখনও লম্ব অক্ষকে ছেদ করে না। এর অর্থ বেকারত্ব কখনও শূন্য হতে পারেনা। যে কোন দেশে সংঘাতমূলক ও কাঠামাগত বেকারত্ব কিছু না কিছু থাকবেই।

স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা

Short-run and Long-run Philips Curve

স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা বেকারত্বের হার এবং আর্থিক ও রাজস্ব নীতির সাথে সম্পর্কিত মূল্যস্ফীতির হারের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ককে প্রতিনিধিত্ব করে। স্বল্পমেয়াদী ফিলিপস রেখায় যখন বেকারত্ব কম থাকে, তখন মূল্যস্ফীতি বেশি থাকে এবং যখন বেকারত্ব বেশি হয়, তখন মূল্যস্ফীতি কম থাকে। এর কারণ হল যখন বেকারত্ব কম থাকে, নিয়োগকর্তারা সীমিত সংখ্যক শ্রমিকের জন্য প্রতিযোগিতায় থাকে এবং কর্মীদের আকৃষ্ট করতে এবং ধরে রাখার জন্য উচ্চ মজুরি দিয়ে থাকে। মজুরি বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রব্য ও সেবার দামও বৃদ্ধি পায়, যার ফলে উচ্চ মূল্যস্ফীতি হয়। বিপরীতভাবে, যখন বেকারত্ব বেশি থাকে, তখন শ্রমিকের উদ্বৃত্ত থাকে এবং নিয়োগকর্তাদের শ্রমিকেদের আকর্ষণ করার জন্য তাদের উচ্চ মজুরি দিতে হয় না। মজুরি কম থাকায় দ্রব্য ও সেবার দামও কম থাকে, যার ফলে মূল্যস্ফীতি কম হয়।

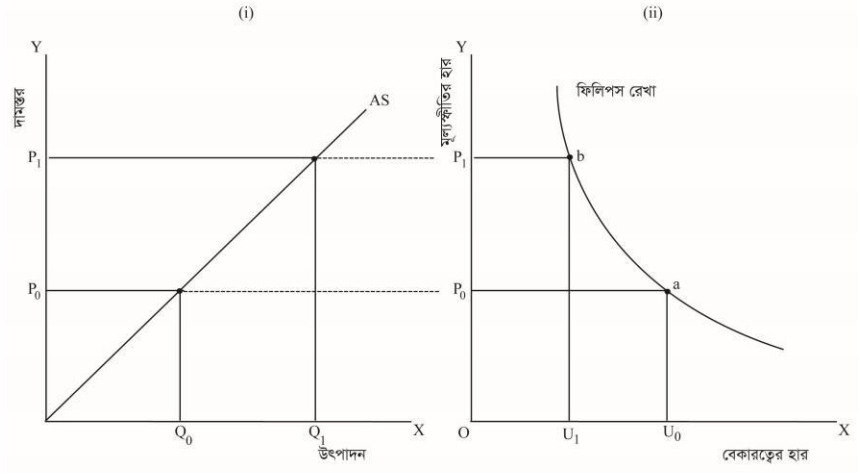

চিত্র-৯.৬ : স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা

স্বল্পকালে অর্থনীতিতে সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা থেকে ফিলিপস রেখা অঙ্কন করা যায়। স্বল্পমায়াদে অর্থনীতিতে অব্যবহৃত সম্পদ থাকে এবং সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়। এঅবস্থায় দামস্তর বাড়লে অব্যবহৃত সম্পদ কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব কমে। সুতরাং স্বল্পকালীন AS রেখা বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় এবং ফিলিপস রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

চিত্র ৯.৬ এর (i) অংশে AS রেখায় দামস্তর ও উৎপাদনের মধ্যে সমমূখী সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ P_0 দামে উৎপাদন Q_0 এবং দাম বৃদ্ধি পেয়ে P_1 হওয়াতে উৎপাদন Q_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে Q_1 হয়। চিত্রের (ii) অংশে মূল্যস্ফীতির সঙ্গে বেকারত্বের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। চিত্রের (i) অংশে যখন P_0 দামে উৎপাদন Q_0 তখন (ii) অংশে P_0 দামে U_0 বেকারত্ব থাকে। যা a বিন্দুর দ্বারা দেখানো হয়েছে। আবার P_1 দামে উৎপাদন Q_1 হলে চিত্রের (ii) অংশে P_1 দামে U_1 বেকারত্ব বিরাজ করে। যা b বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। অর্থাৎ স্বল্পকালে দামস্তর বাড়লে বা মূল্যস্ফীতি হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বেকারত্ব হ্রাস পায়। এখন a ও b বিন্দু যোগ করে বাম থেকে ডানে স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা পাওয়া যায়।

দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখার চেয়ে খাড়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে ফিলিপস রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়, যার অর্থ মূল্যস্ফীতি বেকারত্বের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। এর কারণ দীর্ঘমেয়াদে, দামস্তর এবং মজুরি অর্থনীতিতে পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম হয়। এর কারণ দীর্ঘমেয়াদে অর্থনীতিতে স্বাভাবিক বেকারত্ব বিরাজ করে যা পূর্ণকর্মসংস্থানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ অবস্থায় দামস্তর বাড়লেও উৎপাদন আর বাড়েনা। তাই AS রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। ফলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেলেও বেকারত্ব হ্রাস পায়না এবং ফিলিপস রেখাও লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়। অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদে ফিলিপস রেখায় মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের মধ্যে কোনো সম্পর্ক বা trade-off থাকেনা।

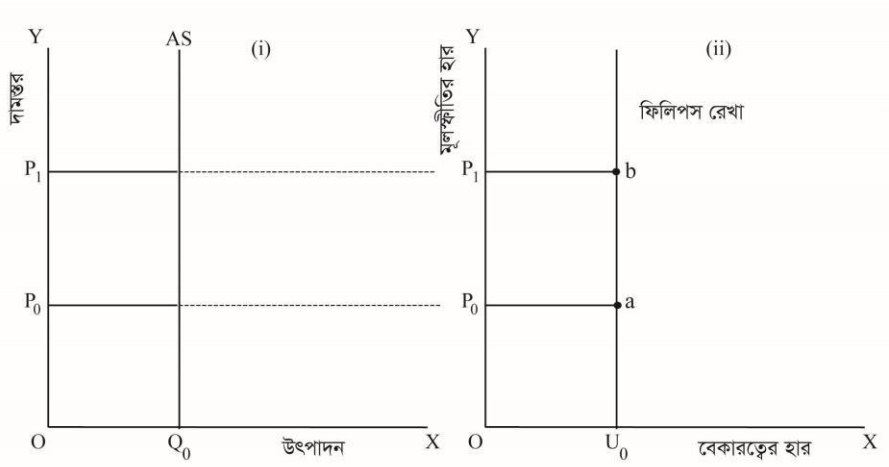

চিত্র-৯.৭ : দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা

চিত্র ৯.৭ এর (i) অংশে দীর্ঘকালীন AS রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল। দামস্তর P_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_1 হলেও উৎপাদন অপরিবর্তিত থাকে। এ কারণে চিত্রের (ii) অংশে মূল্যস্ফীতির হার P_0 থেকে P_1 বৃদ্ধি পেলেও বেকারত্বের হার U_0 তে স্থির থাকে। এঅবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে ফিলিপস রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল হয়।

স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখার স্থানান্তর

Shift of the Short-run Phillips Curve

চিত্র ৯.৮ এর (i) অংশে অর্থনীতির উপর সামগ্রিক যোগান রেখার বাম দিকের পরিবর্তনের প্রভাব দেখানো হয়েছে। যখন উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমুহের উৎপাদন হ্রাস পায়। তখন সামগ্রিক যোগান রেখা বাম দিকে স্থানান্তরিত হয়। চিত্রে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান সমুহের উৎপাদন হ্রাস পেয়ে Q_0 থেকে Q_1 হয় যা a বিন্দু থেকে b বিন্দুতে স্থানান্তরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদার চেয়ে বেশি হয়। এতে দামস্তর P_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_1 হয়। যোগান হ্রাস পাওয়ার কারণগুলি হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের দাম বৃদ্ধি, আর্থিক মজুরি বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি যা শ্রমিকরা আশা করে । শ্রমিকরা যখন একটি নির্দিষ্ট স্তরের মূল্যস্ফীতি অব্যাহত থাকার আশা করে, তখন তাদের মজুরি একইভাবে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে যেন তাদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস না পায়। অতএব, শ্রমিকরা তাদের মজুরি বৃদ্ধি করে যার ফলে উৎপাদকদের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়।

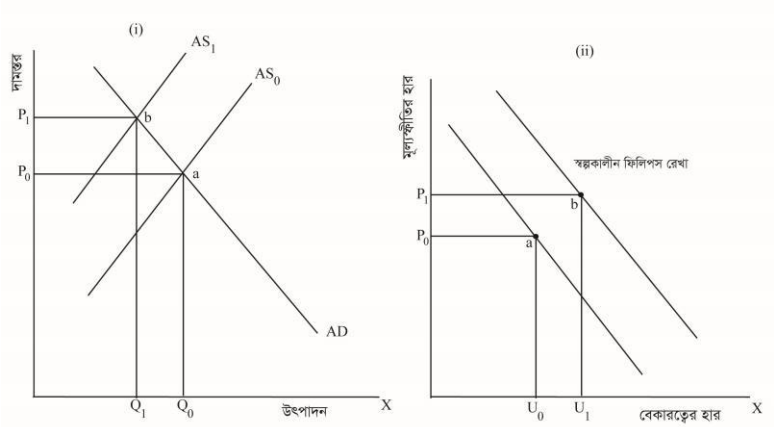

চিত্র-৯.৮ : যোগান ধাক্কার কারণে স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখার স্থানান্তর

৯.৮ এর (ii) অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন ভারসাম্য বিন্দু b তে যোগান স্বল্পতা বা যোগান ধাক্কার (supply shock) ফলে স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং উচ্চ বেকারত্ব অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থাকে স্ট্যাগফ্লেশন (stagflation) বলা হয়।

এখন আমরা দেখবো সম্প্রসারণমূলক নীতি কার্যকর করা হলে কিভাবে প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখাকে কিভাবে প্রভাবিত করে।

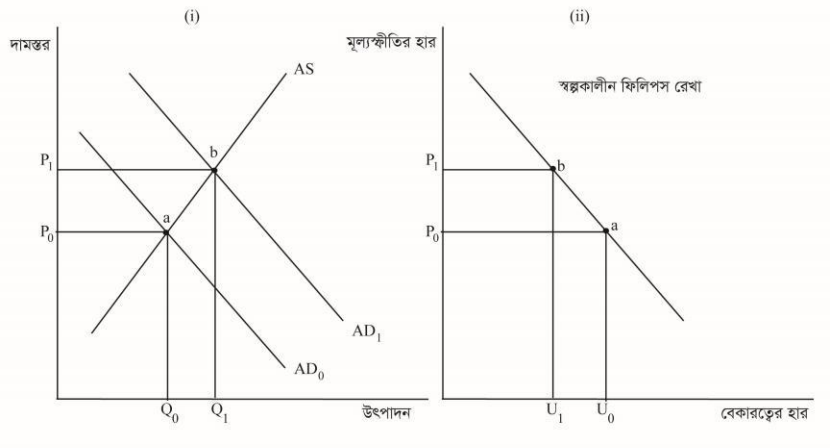

চিত্র-৯.৯ : সম্প্রসারণমূলক নীতি ও ফিলিপস রেখা

চিত্র ৯.৯ এর (ii) অংশে আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্যস্ফীতি P_0 এবং বেকারত্বের হার হল U_0। এখন যদি সরকার বেকারত্ব কমানোর জন্য সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব নীতি প্রয়োগ করে তাহলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানদিকে স্থানান্তরিত হবে এবং উৎপাদন Q_0 থেকে Q_1 এ বৃদ্ধি পাবে (চিত্র ৯.৯ এর i)। এতে বেকারত্ব U_0 থেকে হ্রাস পেয়ে U_1 হলেও মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে P_0 থেকে P_1 হয়। যা স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখায় a থেকে b বিন্দুতে স্থানান্তরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এঅবস্থায় শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির চেষ্টা করবে যাতে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস না পায়। এতে উৎপাদন খরচ আবার বেড়ে যাবে। ফলে যোগান স্বল্পতা বা যোগান ধাক্কা সামগ্রিক যোগান রেখাকে বামে স্থানান্তরিত করবে (চিত্র ৯.১০ এর i)। একারণে স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা ডানে স্থানান্তরিত হবে।

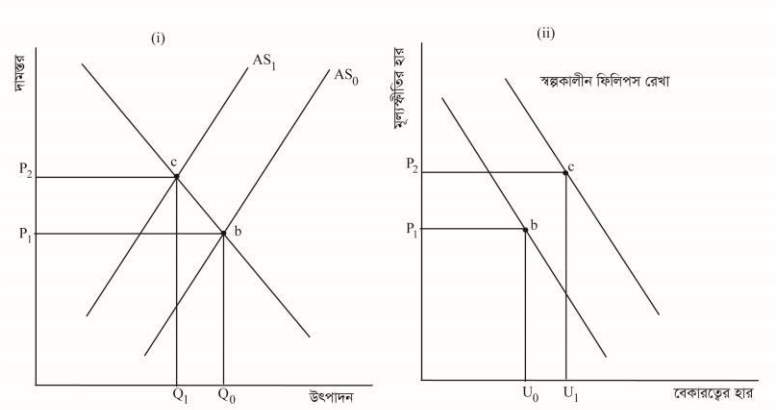

চিত্র-৯.১০ : প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি ও ফিলিপস রেখা

তাই আমরা চিত্র ৯.১০ এর (ii) অংশে দেখতে পাচ্ছি যে, বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়ে আবার U_0 বিন্দুতে প্রত্যাবর্তন করেছে এবং মূল্যস্ফীতিও বৃদ্ধি পেয়ে P_1 থেকে P_2 হয়। যা ফিলিপস রেখায় b থেকে c বিন্দুতে স্থানান্তরের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এ অবস্থায় সরকার যদি রাজস্ব নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে বেকারত্বের হার কমানোর চেষ্টা করে তাহলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং বেকারত্বের হার আবার U_1এ হ্রাস পাবে, তবে মূল্যস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পাবে। এঅবস্থায় সরকার মূল্যস্ফীতি হ্রাসে আবারও সম্প্রসারণমূলক নীতি প্রয়োগ করবে।

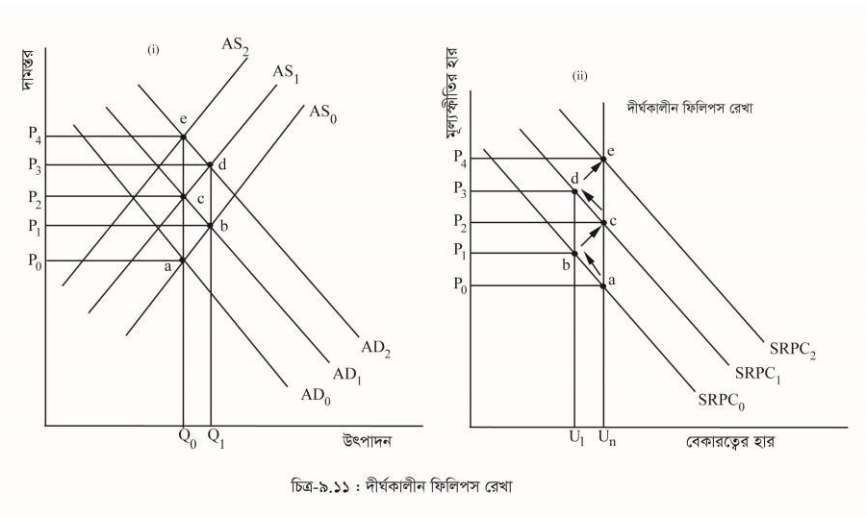

চিত্র-৯.১১ : দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা

ফলে চিত্র ৯.১১ এর (i) অংশে আবার সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডানে স্থানান্তরিত হয় এবং নতুন ভারসাম্য বিন্দু d, দামস্তর P_3 এবং উৎপাদন স্তর Q_1। যেহেতু প্রত্যাশিত মূল্যস্ফীতি আবারও বেশি, ফলে আবারও মজুরি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ বাড়ে। চিত্রে e বিন্দুতে নতুন ভারসাম্য অর্জিত হয় যেখানে দামস্তর P_4 এবং উৎপাদন Q_0। চিত্র ৯.১১ এর (ii) অংশে দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতি পুনরায় প্রাথমিক ভারসাম্য বেকারত্বের হার U_0 চলে এসেছে যেখানে দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা পুরোপুরি উল্লম্ব। U_0 বিন্দুতে বেকারত্বকে বেকারত্বের স্বাভাবিক বা বেকারত্বের প্রাকৃতিক হার বলা হয়।

স্ট্যাগফ্লেশন
Stagflation

স্থবিরতা (stagnation) এবং মূল্যস্ফীতি (inflation) শব্দের সংমিশ্রণ হল স্ট্যাগফ্লেশন (stagflation)। অর্থাৎ ইহা ক্রমবর্ধমান দামস্তর বৃদ্ধির সাথে মিশ্রিত ধীরগতির অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চ বেকারত্ব (অর্থনৈতিক স্থবিরতা) দ্বারা চিহ্নিত একটি অর্থনৈতিক অবস্থা বর্ণনা করে। যদিও ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি সংমিশ্রণ বিরল ঘটনা, এটি অতীতে ঘটেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1974 থেকে 1982 সালের এর মধ্যে স্ট্যাগফ্লেশন দুবার ঘটেছে । এই সময়কাল (1965-1982) মহামন্দা নামে পরিচিত।

স্ট্যাগফ্লেশনের কারণ
Causes of Stagflation

যোগান ধাক্কা (supply shock), চাহিদা ধাক্কা (demand shock) এবং আর্থিক নীতি সহ বিভিন্ন কারণে স্থবিরতা ঘটতে পারে। শ্রম বা কাঁচামালের মতো উৎপাদনের উপকরণগুলোর যোগানের স্বল্পতা হলে supply shock ঘটে। শ্রমের মজুরি বা কাঁচামালের দাম হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বর্ধিত খরচের সম্মুখীন হয়, যা তারা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে।ফলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়, যা ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে এবং অর্থনৈতিক মন্দা তৈরি করতে পারে।

অন্যদিকে চাহিদা ধাক্কা দেখা দেয় যখন দ্রব্য ও সেবার চাহিদা হঠাৎ কমে যায়। এটি বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে, যেমন ভোক্তাদের পছন্দের পরিবর্তন বা সরকারী নীতির পরিবর্তন। যখন demand shock দেখা দেয়, তখন উৎপাদন প্রতিষ্ঠান তাদের দ্রব্যগুলোর জন্য কম চাহিদার সম্মুখীন হয়, যা নিম্ন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করতে পারে।

আর্থিক নীতিও মূল্যস্ফীতিতে অবদান রাখতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে অর্থের যোগান বাড়াতে পারে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থের যোগান খুব বেশি বাড়ালে মূল্যস্ফীতি হতে পারে। আবার যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় সুদের হার বাড়ায়, তাহলে এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হ্রাস করতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি করতে পারে।

স্ট্যাগফ্লেশনের প্রতিকার
Remedies for Stagflation

স্ট্যাগফ্লেশন হল একটি বিরূপ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মোকাবেলা করা। যদি supply shock দ্বারা স্ট্যাগফ্লেশন সৃষ্ট হয়, তবে সরকার উৎপাদনের উপকরণ, যেমন শ্রম বা কাঁচামালের যোগান বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে পারে। অতিরিক্তভাবে, সরকার চাহিদা ধাক্কা মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিতে পারেন, যেমন রাজস্ব নীতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে। যথা- উৎপাদনে ভর্তুকি প্রদান, আমদানিকৃত উৎপাদনের উপকরণেড় উপর শুল্ক হ্রাস ইত্যাদি। স্ট্যাগফ্লেশন মোকাবেলার আরেকটি উপায় হচ্ছে আর্থিক নীতি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতি মোকাবেলায় সুদের হার সমন্বয় করতে পারে। সেই সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উদ্দীপিত করতে অর্থ যোগানও সমন্বয় করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

- ফিলিপস রেখা দ্বারা মূল্যস্ফীতি এবং বেকারত্বের মধ্যে বিপরীত সম্পর্ক প্রকাশ পায়। অর্থাৎ উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিম্ন বেকারত্ব এবং নিম্ন মূল্যস্ফীতি উচ্চ বেকারত্বের সাথে যুক্ত।
- দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্য অর্জনের একমাত্র উপায় হল বেকারত্বের স্বাভাবিক হার বজায় রাখা, যেখানে দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখাসমূহকে ছেদ করে।
- স্ট্যাগফ্লেশন তখনই ঘটে যখন অর্থনীতিতে উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং সেইসাথে উচ্চ বেকারত্ব বিরাজ করে।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। পূর্ণ নিয়োগ বা পূর্ণ কর্মসংস্থান কী?
২। শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান কাকে বলে?
৩। বেকারত্বের স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক হার কী?
৪। বেকারত্বের হার কিভাবে পরিমাপ করা হয়?
৫। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ কি কি?
৬। ফিলিপস রেখা কী?
৭। ফিলিপস রেখার বৈশিষ্ট্য কি কি?
৮। স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।
৯। স্ট্যাগফ্ল্যাশন কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রমের চাহিদা ও শ্রমের যোগান রেখা অঙ্কন করুন।
২। শ্রমের যোগান রেখা কখন পশ্চাদমূখী হয়-ব্যাখ্যা করুন।
৩। চিত্রের সাহায্যে শ্রম বাজারের ভারসাম্য বিশ্লেষণ করুন।
৪। বেকারত্বের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করুন।
৫। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার কারণ সমূহ কি কি? ব্যাখ্যা করুন।
৬। বাংলাদেশে বেকার সমস্যার প্রভাব আলোচনা করুন।
৭। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা দূরীকরণে উপায় সমূহ আলোচনা করুন।
৮। স্বল্পকালীন ফিলিপস রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ব্যখ্যা করুন।
৯। দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখা লম্ব অক্ষের সমান্তরাল- আলোচনা করুন।
১০। কি কি কারণে ফিলিপস রেখা স্থানান্তর হয়?
১১। কিভাবে দীর্ঘকালীন ফিলিপস রেখায় পৌঁছানো সম্ভব- চিত্রের সাহায্যে বর্ণনা করুন।
১২। স্ট্যাগফ্ল্যাশনের কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করুন।